যায়যায়দিন

তারিখ 04 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা আইনে শাস্তির বিধানে সংসদীয় কমিটির আপত্তি

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষানীতির আলোকে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে শাস্তির বিধান রাখায় তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটি শাস্তির বিধান রাখলেও সেখানে 'শাস্তির' পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত বিলটি চূড়ান্ত করে আগামী অধিবেশনে তা পাসের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেছে।

> মতামত গ্রহণের কাজ শেষ করে আগামী অধিবেশনে বিলটি পাসের পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, রইপ মির্জা আজম, বীরেন শিকদার, মো. শাহ আলম, জিয়াউর রহমান ও মমতাজ বেগম এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি সূত্র জানায়, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় শিক্ষা আইনের খসড়া প্রণয়নে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। ওই কমিটির সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (নিরীক্ষা ও আইন) আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং কমিটি করা হয়, যে কমিটি শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরি এবং মতামত গ্রহণের জন্য তা গত ২৭ আগস্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। খসড়ায় এই আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, যে বিষয়ে কমিটির সদস্যরা আপত্তি জানান। তাদের মতে, শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট এই আইনে 'শাস্তি' শব্দটি না রাখাই ভালো। তবে সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন সাংবাদিকদের জানান, প্রস্তাবিত আইনে রাখা শাস্তির বিধান নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এ বিষয়ে মতামত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে মতামত গ্রহণের কাজ শেষ করে আগামী অধিবেশনে বিলটি পাসের পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

এছাড়া বৈঠকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বাংলাদেশি দূতাবাসে 'এডুকেশন কাউন্সিলর' পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে কমিটির সভাপতি জানান, বহু শিক্ষার্থী বিদেশে পড়ালেখা করতে যায়। তারা বিদেশের মাটিতে অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্যই নতুন পদ সৃষ্টি করতে বলা হয়েছে।